Raqi Faisal Ahmed Sabit

Cumilla Medical College | Al Quranic Ruqyah Healing Center

01886608999 | **WhatsApp** | Telegram

রুকইয়াহ নং ৯ - আল-হারক ওয়াল আজাব

(জ্বালানো ও শাস্তির রুকইয়াহ)

শুরু করার দোয়া

নিম্নোক্ত দোয়াটি **১ থেকে ৩ বার** পড়ুন:

بِسْمِ اللَّهِ ذِي الشَّأْنِ، عَظِيمِ الْبُرْهَانِ، شَدِيدِ السُّلْطَانِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

> অনুবাদ: মহান মর্যাদাবান, সুমহান প্রমাণের অধিকারী, কঠোর কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ যা চান তাই হয়। আমি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি।

নিম্নোক্ত বাক্যটি **১৯ বার** পড়ুন:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

৩ বার

১ সূরা আল-ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

অনুবাদ: শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখান। (৬) সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নিআমত দান করেছেন। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

৩ বার

২ আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারা: ২৫৫)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অনুবাদ: আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমানসমূহ ও যমিনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান।

৩ বাগানে আগুন লাগার উপমা (সূরা আল-বাকারা: ২৬৬)

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

> অনুবাদ: তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকুক, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তার জন্য সব রকমের ফলফলাদি থাকবে, এমতাবস্থায় বার্ধক্য তাকে পেয়ে বসবে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকবে; অতঃপর বাগানটিতে আগুনের ঘূর্ণি বাতাস আঘাত হানবে, ফলে তা জ্বলে পুড়ে যাবে? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

৪ ফেরেশতারা কাফিরদের প্রহার করে (সূরা আল-আনফাল: ৫০)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

> অনুবাদ: আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা যারা কুফরী করেছে তাদের জান কবজ করছে; তারা তাদের চেহারায় ও পিঠে আঘাত করছে এবং (বলছে) ‘তোমরা দহন যন্ত্রণা আসস্বাদন কর’।

৫ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখিরাতে আগুনের শাস্তি (সূরা আল-হজ্জ: ৯)

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

> অনুবাদ: দুনিয়ায় তার জন্য আছে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আজাব আস্বাদন করাব।

৬ মুমিনদের ওপর নির্যাতনকারীদের শাস্তি (সূরা আল-বুরুজ: ১০)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

> অনুবাদ: নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আজাব এবং তাদের জন্য আছে দহন যন্ত্রণা।

৭ চামড়া পুড়ে গেলে পুনরায় সৃষ্টি (সূরা আন-নিসা: ৫৬)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم

بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

> অনুবাদ: নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাব। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি সেগুলোর পরিবর্তে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেব, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৮ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের শাস্তি (সূরা আল-মায়েদা: ৩৩)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا

مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> অনুবাদ: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমিনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি তো কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি দুনিয়ায় তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাব।

৯ কাফিরদের মুক্তিপণ অগ্রহণযোগ্য (সূরা আল-মায়েদা: ৩৬-৩৭)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا
بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
مُّقِيمٌ

> অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, যদি যমিনে যা কিছু আছে, তার সবটুকু এবং তার সাথে তার সমপরিমাণও তাদের থাকে, যাতে তা দিয়ে কিয়ামতের দিবসের আজাব থেকে মুক্তিপণ দেয়, তবুও তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। (৩৬) তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব।

১০ জিন ও মানুষের সমাবেশ এবং ফয়সালা (সূরা আল-আনআম: ১২৮-১৩১)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ
أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي
أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ...

অনুবাদ: আর যেদিন তিনি তাদের সবাইকে সমবেত করবেন... 'আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে'। তবে আল্লাহ যা চান (তা ভিন্ন)। নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ...'হে জিন ও মানুষের দল, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি...'? ...তারা বলবে, 'আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম'। ...তারা ছিল কাফির।

১১ **যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের সহায়তা ও শাস্তি (সূরা আল-আনফাল: ১২-১৪)**

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ...

> অনুবাদ: ...অচিরেই আমি যারা কুফরী করেছে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব। কাজেই তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের ওপর এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের অগ্রভাগে। ...এটাই শাস্তি, সুতরাং তোমরা তা আস্বাদন কর। আর নিশ্চয় কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের আজাব।

১২ **সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যর্থতা ও জাহান্নামের পানীয় (সূরা ইবরাহীম: ১৫-১৭)**

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

> অনুবাদ: আর তারা বিজয় চাইল এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী হঠকারী ব্যর্থ হলো। (১৫) তার সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাকে পান করানো হবে পুঁজ মিশ্রিত পানি। (১৬) সে তা ঢোক গিলে পান করবে এবং তা গলার নিচে নামাতে পারবে না। আর সব দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে অথচ সে মরবে না। আর তার পশ্চাতে রয়েছে কঠোর আজাব।

১৩ অপরাধীদের শিকল ও আলকাতরার পোশাক (সূরা ইবরাহীম: ৪৯-৫০)

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

> অনুবাদ: আর সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে তারা শিকলে বাঁধা। (৪৯) তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারা আচ্ছন্ন করবে। (৫০)

১৪ পেটের ভেতরের বস্তু গলিয়ে দেয়া (সূরা আল-হজ্জ: ১৯-২২)

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۝ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

> অনুবাদ: ...তাদের মাথার ওপর থেকে ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। (১৯) এর দ্বারা তাদের পেটে যা আছে এবং তাদের চামড়া গলিয়ে দেওয়া হবে। (২০) আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। (২১) যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তা (জাহান্নাম) থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং (বলা হবে) 'তোমরা দহন যন্ত্রণা আসস্বাদন কর'। (২২)

১৫ যাক্কুম গাছ ও দহন যন্ত্রণা (সূরা আদ-দুখান: ৪৩-৪৯)

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ
۝ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ۝ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝ ثُمَّ
صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

> অনুবাদ: নিশ্চয় যাক্কুম গাছ (৪৩) পাপিষ্ঠদের খাদ্য। (৪৪) গলিত তামার মত, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে, (৪৫) ফুটন্ত পানির মত। (৪৬) (বলা হবে,) 'একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে'। (৪৭) 'তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আজাব ঢেলে দাও'। (৪৮) 'স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত'! (৪৯)

১৬ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখেরাতে দহন (সূরা আল-হজ্জ: ৮-৯)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ... لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

> অনুবাদ: মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে জ্ঞান, হেদায়াত ও আলোদানকারী কিতাব ছাড়া।... দুনিয়ায় তার জন্য আছে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আজাব আস্বাদন করাব।

১৭ মিথ্যাবাদী ও অহংকারীর শাস্তি (সূরা আল-জাসিয়া: ৭-৮)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا

كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

> অনুবাদ: ধ্বংস প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের জন্য। (৭) যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে, যা তার কাছে তিলাওয়াত করা হয়, অতঃপর অহংকারের সাথে (কুফরীতে) অনড় থাকে, যেন সে তা শোনেনি। সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। (৮)

নির্দেশনা: ৩ বার পুনরাবৃত্তি করুন।

১৮ রাসূলের আগমন ও আল্লাহর ওপর ভরসা (সূরা আত-তওবা: ১২৮-১২৯)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

> অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছে... অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনি মহান আরশের রব'।

১৯ আখিরাতের আজাব কঠোরতর (সূরা আর-রা'দ: ৩৪)

لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ

مِن وَاقٍ

> অনুবাদ: তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে রয়েছে আজাব এবং আখিরাতের আজাব তো আরো কঠিন। আর আল্লাহর (আজাব) থেকে রক্ষাকারী তাদের কেউ নেই।

২০ পাহাড় তুলে ধরা (সূরা আল-আরাফ: ১৭১)

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا

آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

> অনুবাদ: আর স্মরণ কর, যখন আমি পাহাড়কে তাদের ওপরে উঠালাম, যেন তা এক শামিয়ানা। আর তারা ভাবল যে, সেটি তাদের ওপর পতিত হবে। (আমি বললাম,) 'আমি যা তোমাদেরকে দিলাম তা শক্তভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার'।

২১ জনপদ ধ্বংসের হুকুম (সূরা বনী ইসরাঈল/আল-ইসরা: ১৬)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

> অনুবাদ: আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছে করি তখন তার বিত্তশালীলোকদেরকে (সৎকাজের) আদেশ করি, অতঃপর তারা তাতে পাপাচার করে। তখন তাদের ওপর (আজাবের) ফয়সালা অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

২২ সূর্যোদয় ও আড়ালহীন কওম (সূরা আল-কাহফ: ৯০)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن

دُونِهَا سِتْرًا

> অনুবাদ: অবশেষে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থলে পৌঁছল, তখন সে দেখল তা এমন এক কওমের ওপর উদিত হচ্ছে, যাদের জন্য আমি সূর্যতাপ থেকে কোন অন্তরালের ব্যবস্থা করিনি।

২৩ পালাবার জায়গা নেই (সূরা আত-তওবা: ৫৭)

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

> অনুবাদ: যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল অথবা কোন গুহা কিংবা কোন লুকানোর জায়গা পেত, তবে তারা দ্রুত সেদিকেই ছুটে যেত।

৩ বার

২৪ সূরা আল-ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

> অনুবাদ: বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

৩ বার

২৫ **সূরা আল-ফালাক**

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا
وَقَبَ ۝ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

> অনুবাদ: বলুন, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়। আর গিরায় ফুঁকদানকারী নারীদের অনিষ্ট হতে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

৩ বার

২৬ **সূরা আন-নাস**

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝ مِن شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

> অনুবাদ: বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের। মানুষের অধিপতির। মানুষের ইলাহের। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিন ও মানুষের মধ্য হতে।

Al Quranic Ruqyah Healing Center

Cumilla Medical College